রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯/১২ই আশ্বিন, ১৪০৬

এস, আর, ও নং-২৭৭-আইন/৯৯—Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) এর section 82 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত সকল বিদ্যমান বিধিমালা বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল এবং এই মর্মে ঘোষণা করিল যে, প্রস্তাবিত বিধিমালার ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি বা মন্তব্য থাকিলে তিনি তাহা লিখিতভাবে অত্র প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইবে।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।—এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (যাত্রী) বিধিমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ the Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) ;

(খ) "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" ও "জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত inland ship ;

(গ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(f) এ সংজ্ঞায়িত inland water ;

(ঘ) "নতুন জাহাজ" অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর নিবন্ধনকৃত কোন জাহাজ ;

(ঙ) "বিআইডব্লিউটিএ" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ;

(চ) "বিআইডব্লিউটিসি" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন ;

(ছ) "যাত্রী" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রী অন্তর্ভুক্ত হইবে না।



মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

৩। **প্রয়োগ**।—ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **যাত্রীর জায়গা**।—যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সকল জায়গা অর্থাৎ কোন জাহাজের যাত্রী কেবিন, টয়লেট, সেলুন, করিডোর, সিড়ি ও সংরক্ষিত উন্মুক্ত ডেক, যাত্রীর জায়গা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। **যাত্রীর জায়গা সম্পর্কিত বাধানিষেধ**।—জাহাজ চলাকালে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যাত্রীদের প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) বালকহেড ডেক এর নীচে সকল স্থান ;

(খ) ডেক হাউসের সামনের অংশ অথবা মুরিং ও এ্যাংকর স্পেস এ ওয়েদার ডেকের উপরের কাঠামো ;

(গ) জাহাজের পিছন দিকের মুরিং ডেক, যদি থাকে ;

(ঘ) যেই সব ডেক এ অন্ততঃ ০.৯ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট বেষ্টনী বা রেলিং নাই সেই রকম সকল ডেক ;

(ঙ) হুইল হাউসের উপরের শীর্ষ ডেক ;

(চ) হুইল হাউস, ইঞ্জিন রুম এবং জাহাজ চালনার জন্য নির্ধারিত অনুরূপ সকল স্থান ;

(ছ) নাবিকদের জন্য নির্ধারিত স্থান ;

(জ) সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত স্থান ;

(ঝ) অন্যান্য নিষিদ্ধ স্থান।

৬। **যাত্রীর জন্য খোলা ডেক স্থানের হিসাব**।—(১) যাত্রীদের জন্য কেবল খোলা ডেক স্থান হিসাব করার সময় আচ্ছাদনযুক্ত ডেক এলাকাসমূহের হিসাব করা হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত যাত্রী এলাকাসমূহ খোলা জায়গার হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা ঃ—

(ক) যাত্রী কেবিন ও করিডোর ;

(খ) কোন কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে বা অনাভাবে রাখা আসবাবপত্র বিশিষ্ট এলাকাসমূহ ;

(গ) যাত্রীদের সেনিটারি স্থানসমূহ ;

(ঘ) প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ;

(ঙ) সিঁড়ি এবং সিড়ির নীচের ও চারিপাশের স্থান ;

(চ) হ্যাচের খোলা (opening) এলাকাসমূহ ;

(ছ) ইঞ্জিন রুমের পার্শ্ববর্তী জায়গা ;

(জ) অন্য যে কোন জায়গা যাহা সার্ভেয়ারের মতে যাত্রীদের জন্য উপযোগী নয়।

(৩) খোলা ডেক স্থানের প্রস্থের ১৫% চলাচল পথের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(৪) খোলা জায়গাসমূহের ৫% মালপত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

৭। অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীবহন ক্ষমতা নির্ধারণ।—অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীবহন ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত উপায়ে নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সকল শ্রেণীতে প্রতিটি চেয়ার ও ব্যাঙ্ক (bunk) এর জন্য একজন যাত্রী ;

(খ) বেঞ্চ এর ক্ষেত্রে—

(অ) প্রত্যেক তৃতীয় শ্রেণীর বা ইন্টার ক্লাশের যাত্রীর জন্য ০.৫ মিটার দৈর্ঘ্য আসন ;

(আ) প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ০.৬ মিটার দৈর্ঘ্য আসন ;

(গ) যে ক্ষেত্রে বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে না, সেক্ষেত্রে দিনের বেলায় শান্ত জলরাশিতে চলাচলের সময় যাত্রী বহন ক্ষমতা জাহাজের খোলা ডেক স্থান হইতে নিম্নভাবে হিসাব করা হইবে যথা ঃ—

(অ) প্রত্যেক তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য ১.২৫ বর্গমিটার দৈর্ঘ্য আসন ;

(আ) প্রত্যেক দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য ১.৭৫ বর্গমিটার দৈর্ঘ্য আসন ;

(ই) প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জন্য ২.৭৫ বর্গমিটার দৈর্ঘ্য আসন ;

(ঘ) ১২ বৎসরের কম বয়সী দুই জন শিশুকে এক ব্যক্তি গণনা করিতে হইবে ;

(ঙ) রাত্রিকালে শান্ত জলরাশিতে চলিবার সময় খোলা যাত্রী এলাকার ভিত্তিতে হিসাবকৃত যাত্রীর সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ পরিমানে হ্রাস করিয়া গণনা করিতে হইবে ;

(চ) দিনের বেলায় অশান্ত জলরাশিতে চলাচলের ক্ষেত্রে অবাধ যাত্রী এলাকার ভিত্তিতে হিসাবকৃত যাত্রী সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমানে হ্রাস করিয়া গণনা করিতে হইবে ;

(ছ) রাত্রিকালে অশান্ত জলরাশিতে চল্যচলের ক্ষেত্রে অবাধ যাত্রী এলাকার ভিত্তিতে হিসাবকৃত যাত্রী সংখ্যার অর্ধেক হ্রাস করিয়া গণনা করিতে হইবে ;

(জ) যদি শান্ত জলরাশিতে সকল যাত্রী জাহাজের বাম বা ডান দিকের অর্ধেক অংশে একত্রিত হয়, তাহা হইলে কোন জাহাজ সর্বোচ্চ ১০ ডিগ্রি কাত হইয়া যাওয়া পর্যন্ত যাত্রী সংখ্যা সীমিত থাকিবে ; এবং

(ঝ) জাহাজ বাম ও ডান দিকে কাত হইবার কোন হিসাব নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক যাত্রীর ওজন ৭৫ কেজির সমান বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। আসবাবপত্র স্থাপন।—(১) স্থায়ীভাবে বসার আসন-ব্যবহার ক্ষেত্রে, বেঞ্চ বা চেয়ারের প্রতিটি সারির সম্মুখে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ০.৫ মিটার এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জন্য ০.৬ মিটার খালি জায়গা রাখিতে হইবে।

(২) কোন কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে রাখা হয় নাই এমন আসবাবপত্র দড়ি ইত্যাদির সাহায্যে এমনভাবে বাধিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সেগুলি জাহাজের রোলিং বা কাত হইয়া যাইবার কারণে স্বীয় অবস্থান হইতে সরিয়া যাইতে না পারে।

(৩) খারাপ আবহাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোন কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে রাখা হয় নাই এমন আসবাবপত্র দড়ি ইত্যাদির সাহায্যে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) কোন কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে রাখা আসন ব্যবস্থা এবং আসবাবপত্র এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সেগুলি জাহাজের রোলিং বা কাত হইয়া যাইবার কারণে উহাদের অবস্থান হইতে সরিয়া যাইতে না পারে।

৯। শৌচাগারের জায়গা।—(১) সকল যাত্রীবাহী জাহাজে নিম্নবর্ণিত সেনিটারি ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অন্যূন একটি টয়লেট এবং উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের প্রতি ৫০ জন যাত্রীর জন্য একটি অতিরিক্ত টয়লেট ;

(খ) প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অন্যূন একটি টয়লেট এবং উক্ত শ্রেণীর প্রতি ২০ জন যাত্রীর জন্য একটি অতিরিক্ত টয়লেট।

(২) সকল টয়লেটে ওয়াশ বেসিন রাখিতে হইবে।

(৩) যাত্রীসংখ্যা ১০০ জনের বেশী হইলে, মহিলাদের জন্য, একটি অতিরিক্ত টয়লেটের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) এই বিধি কেবল নতুন জাহাজগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই বিধি কার্যকর হওয়ার তারিখে বিদ্যমান জাহাজগুলি যতদূরসম্ভব এই বিধির বিধান অনুসরন করিবে।

১০। মহিলা ও শিশুদের জায়গা।—(১) ১০০ জনের অধিক যাত্রীবহনকারী অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজগুলিতে মহিলা ও শিশুদের জন্য চিহ্নিত করিয়া আলাদা জায়গা রাখিতে হইবে যাহার পরিমাণ কমপক্ষে মোট যাত্রী এলাকার ১০% এর সমান হইতে হইবে।

(২) বিধি ১ এ উল্লিখিত জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস থাকিতে হইবে এবং উহা আবহাওয়ারোধী হইতে হইবে।

১১। গোপনীয়তা সংরক্ষণের স্থান।—গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০ জনের অধিক যাত্রীসহ রাত্রিকালে চলাচলকারী সকল যাত্রীবাহী জাহাজে খোলা ডেকের যাত্রীদের গোপনীয়তা সংরক্ষণের জন্য একটি পোষাক বদলের জায়গা রাখিতে হইবে।

১২। নিরাপদ বেষ্টনী ও রেলিং।—(১) নিরাপত্তা বেষ্টনী বা রেলিং এর উচ্চতা ০.৯ মিটারের কম হইতে পারিবে না এবং উহার বিন্যাস এমন হইতে হইবে যাহাতে কোন শিশু উক্ত বেস্টনী বা রেলিং এর ভিতর দিয়া পড়িয়া যাইতে না পারে।

(২) রেলিংগুলিতে খাড়া দন্ডগুলি অনধিক ২০০ মিলিমিটার দূরে দূরে থাকিতে হইবে।

(৩) যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্টকৃত সকল ডেক এর চারিদিকে নিরাপদ বেষ্টনী ও রেলিং লাগাইতে হইবে এবং তাহা জাহাজের মধ্যে খাড়া পার্টিশনের সাথে সংযুক্ত হইবে না।

১৩। বহির্গমন পথ।—(১) যাত্রীদের হাঁটা চলার পথ, সিড়ি, দরজা ও যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত বহির্গমন পথসমূহের প্রশস্ততা অবশ্যই ন্যূনপক্ষে ০.৮ মিটার হইতে হইবে।

(২) কেবিন এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন স্থানের দরজার প্রশস্ততা বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশস্ততা হইতে কম হইবে না।

(৩) যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলি হইতে খোলা ডেক এ যাইবার জন্য কমপক্ষে দুইটি বহির্গমন পথ থাকিতে হইবে যাহার একটির প্রশস্ততা অন্যূন ৮০০ মিলিমিটার এবং অপরটির প্রশস্ততা অন্যূন ৬০০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত জায়গা যদি ৫০ জন বা ততধিক যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে উভয় বহির্গমন পথের প্রশস্ততা কমপক্ষে ৮০০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(৫) যদি যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় যাইবার একটি মাত্র পথ থাকে, তাহা হইলে ন্যূনতম সুনির্দিষ্ট প্রশস্ততা কমপক্ষে ১০০০ মিলিমিটার হইতে হইবে, যাহা উন্মুক্ত যাত্রী লঞ্চের ক্ষেত্রে ৮০০ মিলিমিটার পর্যন্ত কমানো যাইতে পারে।

(৬) ৮০ জন বা ততধিক যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গাসমূহের ক্ষেত্রে যাত্রীদের জন্য এবং জরুরী অবস্থায় তাহাদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সকল বহির্গমন পথ যাত্রী প্রতি অন্যূন ১৫ মিলিমিটার হইতে হইবে।

১৪। **জরুরী বহির্গমন পথ।**—(১) কেবল একটি সাধারণ বহির্গমন পথ বিশিষ্ট সকল যাত্রীবাহী স্থানে কমপক্ষে ৬০০×৬০০ মিঃ মিঃ মাপের খোলা স্থানসহ বাহিরের দিকে খুলিবার উপযোগী একটি জরুরী বহির্গমন পথও থাকিতে হইবে।

(২) যদি জাহাজে লাইফ বোট রাখিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে নিরাপদে বাহির হইয়া যাইবার পথ এবং জরুরী পথসমূহ খোলা ডেক এলাকায় পৌছাইবার উপযোগী হইতে হইবে।

১৫। **আরোহন ও অবতরণ।**—(১) খোলা স্থানসমূহ এবং আরোহন ও অবতরণ ব্যবস্থাসমূহ ১২ বিধিতে ব্যবস্থিত উপায়ে নিরাপদ রাখিতে হইবে।

(২) গ্যাঙওয়েগুলি কমপক্ষে ০.৬ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে এবং সেগুলির উভয় পার্শে হাত রেলিং বা দড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) জাহাজ যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে গ্যাঙওয়েগুলি ফ্লাডলাইট দ্বারা আলোকিত করিতে হইবে এবং জাহাজে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অন্য কোন উপায়ে গ্যাঙওয়েগুলি আলোকিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) মালামাল বোঝাই বা খালাস করিবার সময় যাত্রীরা অবশ্যই জাহাজে আরোহন বা অবতরণ করিবেন না।

১৬। **দরজা।**—যাত্রী কেবিন হইতে চলাচলের পথের সহিত সংলগ্ন দরজাগুলি ব্যতীত যাত্রীদের সংস্থানের দরজাগুলি বাহিরের দিক হইতে হইবে বা স্লাইডিং পদ্ধতিতে খুলিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং জাহাজ চলাকালে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যেন সেইগুলি তালাবদ্ধ করিতে না পারে সেইভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৭। **প্রতিবন্ধকতা।**—(১) বহির্গমন পথ, জরুরী বহির্গমন পথ এবং সিঁড়িগুলোতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারিবে না।

(২) যাত্রীবাহী লঞ্চগুলির শেল ওপেনিং (shell openings) এ যে আচ্ছাদন বা ক্যানভাস থাকিবে তাহা জরুরী পরিস্থিতিতে সহজে খুলিবার বা সরাইয়া ফেলিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(৩) খোলা যায় এমন মুখগুলি দড়ি বা জাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যাইবেনা, যাহা জরুরী অবস্থায় যাত্রীদের বাহির হইবার পথে বাঁধা সৃষ্টি করিতে পারে।

১৮। **বিপজ্জনক মালামাল।**—অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) পরিবহন বিধিমালা, ১৯৯৯ এ নির্দিষ্টকৃত বিপজ্জনক মালামাল যাত্রীবাহী জাহাজ বা লঞ্চসমূহে বহন করা যাইবে না।

১৯। যাত্রীগণকে কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে উঠিতে দেওয়া বা নামাইয়া দেওয়ার শর্ত।—(১) জাহাজের মাষ্টার অথবা অভ্যন্তরীণ জাহাজের মালিক বা উহার মাস্টার হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মচারী কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রী হিসাবে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) তাঁহার ভাড়া পরিশোধ না করিয়া থাকেন ;

(খ) সঙ্গীবিহীন উন্মাদ ব্যক্তি হন ;

(গ) কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের রোগী হইয়া থাকেন ;

(ঘ) মাতাল অথবা নিজের দায়িত্ব নিজে লইতে অক্ষম হইয়া থাকেন ;

(ঙ) উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ব্যক্তি হন অথবা অন্য কোনভাবে এমন অবস্থায় থাকেন কিংবা এমন আচরন প্রদর্শন করেন যাহাতে অন্যান্য যাত্রীরা বিব্রতবোধ করেন কিংবা করিতে পারেন ;

(চ) অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে অথবা তিনি যে শ্রেণীতে ভ্রমন করিতে ইচ্ছুক উহার অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হইয়া যাইয়া থাকে।

(২) কোন যাত্রী—

(ক) তিনি যে শ্রেণীর জন্য ভাড়া পরিশোধ করিয়াছেন সেই শ্রেণী ব্যতীত অন্যকোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না ;

(খ) অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য পূর্বাহ্নে ভাড়া পরিশোধ না করিয়া তিনি যেই গন্তব্যস্থানের জন্য ভাড়া পরিশোধ করিয়াছেন সেই স্থান ছাড়াইয়া ভ্রমণ করিবেন না ;

(গ) যেই তারিখের জন্য তাঁহার টিকেট বৈধ সেই তারিখ ব্যতীত অন্য কোন তারিখে উক্ত টিকেট ব্যবহার বা ব্যবহারের চেষ্টা করিবেন না ;

(ঘ) তাঁহার টিকেট অস্পষ্ট হইয়া যাইবার মতো করিয়া উহাতে কোন পরিবর্তন বা বিকৃতিসাধন করিবেন না ;

(ঙ) বিনা ভাড়ায় তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনুমোদিত মালপত্র ব্যতীত অন্য কোন মালপত্র, পূর্বাহ্নে সেইসব মালপত্রের জন্য প্রদেয় মাশুল পরিশোধ ব্যতীরেকে, সঙ্গে লইয়া যাইতে অথবা লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিবেন না।

(৩) জাহাজের মাষ্টার অথবা মাষ্টার কিংবা মালিক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্ট হইলে, প্রত্যেক যাত্রী—

(ক) পরিশোধ না করা ভাড়া পরিশোধ করিবেন ;

(খ) তাঁহার টিকেট এবং মালামাল, যদি থাকে, এর রশিদ প্রদর্শন করিবেন ;

(গ) গন্তব্যস্থলে পৌছার পর তাঁহার টিকেট সমর্পণ করিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তিকে জাহাজে আরোহনের অনুমতি প্রদান করা না হইলে সেই ব্যক্তি তৎকর্তৃক প্রদত্ত ভাড়া ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০। অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীদের আচরণ।—(১) অভ্যন্তরীণ জাহাজের কোন যাত্রী—

(ক) কোন প্রকার নষ্ট মাংস, মাছ বা শব্জি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক খাদ্রসামগ্রী জাহাজে লইয়া যাইতে কিংবা তাঁহার সঙ্গে রাখিতে পারিবেন না ;

(খ) জাহাজের মাষ্টার বা অন্য কোন অফিসার বা নাবিককে তাঁহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ;

(গ) অন্য কোন যাত্রী জাহাজে আরোহন বা অবতরন অথবা জাহাজে মালামাল বোঝাই বা খালাস করিবার কাজে কোনভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ;

(ঘ) জাহাজের কোন সামগ্রী নষ্ট করিতে বা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না ;

(ঙ) জাহাজ চলমান অবস্থায় অন্য কোন জাহাজে উঠিতে বা জাহাজ হইতে নামিতে অথবা উঠিবার বা নামিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না ;

(চ) আইনগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে অন্য যাত্রী ও নাবিকের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত কোন কক্ষ বা স্থানে ও কোন সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না অথবা জাহাজের মাষ্টার, অফিসার বা নাবিক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অনুরূপ স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না ;

(ছ) জাহাজের যেই সব অংশে ধুমপান অথবা খোলা বাতি রাখা নিষিদ্ধ সেইরূপ কোন স্থানে ধুমপান করিতে অথবা আগুন কিংবা খোলা বাতি নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন না ;

(জ) মাদকদ্রব্য সেবন এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরন করিতে পারিবেন না ;

(ঝ) কোন প্রকার উৎপাৎ বা অশালীন কাজ করিতে অথবা অশালীন ব্যবহার করিতে পারিবেন না ;

(ঞ) আইনগত অধিকার ব্যতীত অন্য কোন কারণে অন্য যাত্রীর আরামে বিঘ্ন ঘটাইতে পারবেন না।

(২) কোন পুরুষ যাত্রী আইনগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে একান্তভাবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কক্ষ বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং মাষ্টার, কর্মকর্তা বা কোন নাবিক কর্তৃক কোন পুরুষ ব্যক্তিকে অনুরূপ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইবার পর সেইখানে অবস্থান করিতে পারিবেন না।

(৩) অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ ব্যতীত অপর কোন অংশে কোন যাত্রী প্রবেশ করিতে বা থাকিতে পারিবেন না এবং উক্ত স্থানসমূহের কোথাও যদি কোন যাত্রীকে পাওয়া যায় তাহা হইলে যে কোন নাবিক তাঁহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি তাহা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২১। মহামারী রোগের বিস্তার রোধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা।—(১) যখনই কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে কলেরা বা অন্য কোন বিপজ্জনক মহামারী রোগের ঘটনা ঘটিবে, তখনই মাষ্টার অবিলম্বে—

(ক) রোগীকে তাঁহার বিছানা, তৈজসপত্র, পানির পাত্র ও খাবারসহ জাহাজের একেবারে শেষ প্রান্তে পিছনের ডেকের একটি অংশে সরাইয়া লইয়া যাইবেন যেইখানে তাঁহাকে অন্যান্য সঙ্গী বা যাত্রীদের নিকট হইতে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে ;

(খ) রোগীর সকল দেহবর্জ্য, বমি, মূত্র, ইত্যাদি সংক্রামক রোগ জীবানু নাশকের সাহায্যে পরিস্কার করাইবেন ;

(গ) নিকটতম ঘাটে চিকিৎসা সাহায়তা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবেন এবং রোগীকে নিকটতম হাসপাতালে ভর্তি করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ;

(ঘ) রোগীকে জাহাজ হইতে নামাইয়া তীরে লইয়া যাইবার পর অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের ডেক যথাযথভাবে ধৌত করাইবেন এবং বাসস্থান ও কেবিনগুলির সংক্রমিক রোগজীবানুনাশক করাইবেন ;

(ঙ) চূড়ান্ত গন্তব্য স্থানে সকল যাত্রী জাহাজ হইতে অবতরন করার পর যাত্রী ও নাবিকদের সকল আবাসন স্থান এবং সকল কাজের জায়গা ধৌত ও জীবানুনাশক করাইবেন।

(২) জাহাজ যাত্রার ঘাটে থাকিবার সময়েই যদি জাহাজে কলেরা বা অন্যান্য বিপজ্জনক মহামারী রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে ডেক, সকল আবাসন ও কর্মস্থল ধৌত ও সংক্রামক জীবানুনাশক সম্পন্ন করা, এবং রোগীকে তীরে নামাইয়া না ফেলা, পর্যন্ত মাষ্টার জাহাজ ছাড়িবেন না।

(৩) যদি জাহাজে রোগীর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে জীবানুনাশক ঔষধে সিক্ত কাপড়ে জড়াইয়া মৃতদেহ তাহার আত্মীয় বা বন্ধুকে স্বত্ব নিয়োগী করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় না পাওয়া যাইবে সেইক্ষেত্রে সৎকারের জন্য তাহা পুলিশের নিকট স্বত্ব নিয়োগী করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে সবসময় কমপক্ষে ৫ লিটার জীবানুনাশক রাখিতে হইবে।

২২। **চলাচলে বাধানিষেধ**।—(১) অধ্যাদেশের এর অধীনে যে জাহাজ বা নৌকা নিবন্ধনকৃত নহে, সেই জাহাজ বিআইডব্লিউটিএ বা বিআইডব্লিউটিসি এর অবতরন স্টেশন বা ঘাট হইতে ১ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোন যাত্রী উঠাইতে বা নামাইতে পারিবে না।

(২) ২০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোন উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ অশান্ত জলরাশিতে মোট ২ ঘন্টার অধিক সময়ব্যাপী কোন ভয়েজ করিতে পারিবে না।

(৩) কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলসীমার বাহিরে চলাচল করিতে পারিবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মিয়া মুশতাক আহমদ
উপ-সচিব (জাহাজ)

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।